দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৯।৩।৭৪
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

233

মওলানা আজহারী

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতি অঙ্গনের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্বল্পকালের ব্যবধানে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ইন্তেকালের কিছুদিন পরই আমরা হারালাম বিশিষ্ট কথা-শিল্পী শবিনউদ্দিন আহমদকে। গত সোমবার ইন্তেকাল করেছেন দেশের খ্যাতনামা আলেম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মওলানা মোহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আজহারী। এঁদের মৃত্যুতে আমাদের সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।

যে-কোন মৃত্যুই বেদনাদায়ক; মাত্র ৫০ বছর বয়সের মওলানা আজহারীর ইন্তেকাল আরও বেদনাদায়ক, এই মৃত্যুকে অকাল-মৃত্যুই বলা চলে। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন খ্যাতনামা আলেম ও কৃতী শিক্ষাবিদকেই হারালো। মওলানা আজহারী এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর কর্মসাধনা ও সাফল্যের পরিচয়। তিনি যেমন ছিলেন কৃতী ছাত্র, তেমনি নিবেদিতপ্রাণ এবং সফল শিক্ষক। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রী লাভ তাঁর মেধা, অধ্যয়ননিষ্ঠা এবং কৃতিত্বেরই পরিচয় বহন করে। কৃতী ছাত্র ও জ্ঞানসাধক মওলানা আজহারী অধ্যাপনাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন; ১৯৫৫-৫৭ এই দুই বছর তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

স্বদেশেও তিনি আমৃত্যু অধ্যাপনাতেই নিবেদিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটেও তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করেন। মওলানা আজহারী ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু ও ভাষানুরাগী। তিনি ভাষা শিক্ষা এবং অধ্যয়নেও মেধা, নিষ্ঠা এবং সাফল্যের পরিচয় রেখে গেছেন। বাংলা, আরবী, উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় তিনি ছিলেন বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ও পারদর্শী।

কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক মওলানা আজহারী বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে দেশে-বিদেশে বিশেষ পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেন। আজীবন তিনি ছিলেন জ্ঞান সাধনা ও ভাষা চর্চায় নিবেদিত; তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে রয়েছে তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের পরিচয়। একাধিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার অধিকারী মওলানা আজহারী অনুবাদক হিসাবেও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে তিনি বাংলা একাডেমীতে সহকারী অনুবাদক হিসাবে কাজ করেন। তাঁর রচিত ও পাঁচ খন্ডে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'আরবী-বাংলা অভিধান' তাঁর ভাষা-জ্ঞান, পান্ডিত্য এবং শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল ইসমাউল আজহরী, (আরবী), তফসিরে আজহারী (বাংলা), আল দেরাসাতুল ইসলামীয়াহ (আরবী), ইসলামী শিক্ষা (আরবী), ইসলামের ইতিহাস (৭ খন্ডে) উম্মুল কোরআন (বাংলা) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরবী ভাষায় 'বাংলাদেশ পরিচিতি', 'বাংলাদেশের মুসলমান' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে এবং একাধিকবার মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করে তিনি মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশকে পরিচিত করার প্রচেষ্টায়ও রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান।

মওলানা আজহারী ছিলেন উদ্যোগী ও কর্মনিষ্ঠ পুরুষ। এই কর্মযোগী অধ্যাপনা, জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণেও ছিলেন বিশেষভাবে নিবেদিত। অনেক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এমন একজন জ্ঞানী-গুণী ও কর্মীপুরুষের অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। আমরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করি, এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

—পর্যবেক্ষক